ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

২৪

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা '৯৯ প্রসঙ্গে

২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ভোরের কাগজে প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা '৯৯ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির একটি অংশ 'এখন থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর ২০% হারের ভিত্তিতে পাসের হার নির্ধারণ করা হবে অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নির্বিশেষে পঞ্চম শ্রেণীর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার ২০% সংখ্যা ভিত্তি ধরে পাসের হার গণনা করা হবে।'

এই ভাষ্যে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত অবশিষ্ট ৮০% ছাত্রছাত্রী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার কোনো মানের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে না। তারা পরীক্ষায় পাস করুক বা ফেল করুক তাতে বিদ্যালয়ের একাডেমিক পারফরমেন্সে কোনো রেখাপাত করবে না। এ ৮০% ছাত্রছাত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে থাকবে অবহেলিত এবং শিক্ষকরা তাদের প্রতি হবেন উদাসীন। কেননা এ ব্যবস্থায় তাদের প্রতি নজর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা কোথায়? শিক্ষার প্রথম ধাপের শেষ পর্যায়ে ২০% পাশের নির্দিষ্টতা যদি সেই শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের মাপকাঠি হয় তবে বাকি ৮০% ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে ঠেকবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ততা কি তাদের থাকবে? এ প্রশ্নের জবাব কর্তৃপক্ষের আছে কি? প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ শিক্ষার মানকে অধোপাতিত করবে বলেই ধারণা করি।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হতে পারে, ব্যয়ভার সরকারের কিন্তু শিক্ষকরাতো বেতনভুক্ত; তাদের কেন সকল ছাত্রছাত্রীকে পাসের নিশ্চয়তাদানের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না? জাতির ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে নিজ নিজ কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রতি এতো সুনজর কেন?

এ কথা ভুললে চলবে না যে শিক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ ব্যবস্থায় এ অধিকার গ্রহণে কতোবড়ো বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বিপুল জনগোষ্ঠী তা কি একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন ছিল না কর্তৃপক্ষের?

পঞ্চম শ্রেণীর যে ২০% ছাত্রছাত্রী বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হবে তারা সন্দেহাতীতভাবে সেই শ্রেণীর প্রথম সারির ছাত্রছাত্রী। তাদের বৃত্তির জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিলে যে আরো ভালো করবে তাতে সন্দেহ নেই। যারা সন্দেহাতীতভাবে পাস করবে তাদের ভিত্তি করে কোনো সামগ্রিক মূল্যায়ন গ্রহণের চেয়ে যাদের পাস করানো শ্রমসাধ্য ধৈর্যসাপেক্ষ যাদের জন্য শিক্ষকের আরো সাহায্য সাহচর্য প্রয়োজন তাদেরকে লক্ষ রেখে করণীয় কি কিছুই নেই কর্তৃপক্ষের?

বিজ্ঞপ্তির আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী শহরের বিদ্যালয়/ কিন্ডার গার্টেনের। তারা মামা-চাচার জোরে এবং কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থার বদৌলতে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য শহরের পাশাপাশি গ্রামের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে। তারা শুধু পাসই নয় বৃত্তিও নিয়ে আসছে। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির এ তাৎপর্য কি ভেবে দেখার সময় এখনো হয়নি কর্তৃপক্ষের? এমন কি হতে পারে না কোনো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ২০% ছাত্রছাত্রীর ওপরে বর্ণিত পর্যায়ভুক্ত এবং সবাই পাস করে গেলো শহরের নামীদামি কিন্ডারগার্টেনের সুবাদে। কিন্তু তার ফলে ভর্তিদানকারী বিদ্যালয় এদের নাম ভাঙিয়ে বাহবা কুড়াচ্ছে। এ ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করা হোক। এতে বাইরের প্রতিযোগীর সঙ্গে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেমন পেরে উঠছে না তেমনি গ্রামের যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছেলেমেয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছে বৃত্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা শুধু বৃত্তি কেন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহার জন্ম দিতে পারে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার মানের যথার্থ উন্নয়ন চাইলে সকল প্রকার অনিয়ম ও কারচুপি অবশ্য বন্ধ করতে হবে। বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা কেবল পঞ্চম শ্রেণীতে 'ভর্তিকৃত' নয় বরং হতে হবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া নিয়মিত শিক্ষার্থী।

হাসিনা বেগম
শিক্ষিকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজ
সাভার, ঢাকা।